হর্ষচরিত :

উৎস—থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধনের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় 'হর্ষচরিত' কাব্য। অনেকেই একে ঐতিহাসিক কাব্য বলতে চান কিন্তু এটি ঐতিহাসিক রমন্যাস। কেউ কেউ এটিকে আখ্যায়িকা বলেছেন।

কাহিনী—হর্ষচরিত আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উচ্ছ্বাসের প্রথম অংশে সমকালীন বিভিন্ন কবির উল্লেখ করেছেন কবি, এরপর কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তারপরে হর্ষের জীবনকথার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসের দ্বিতীয়ার্ধের ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসের বিষয়বস্তু এরকম—

পুষ্পভূতি ছিলেন থানেশ্বরের রাজা। ভৈরবাচার্যের কাছে রাজার শৈবমতে দীক্ষা হল। তিনি আশীর্বাদ করলেন তার বংশ একদিন বিখ্যাত হবে। এই বংশে জন্ম নিলেন প্রভাকরবর্ধন। তিনি বহু-রাজ্য জয় করলেন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যা যশোমতীর সঙ্গে তার বিবাহ হল। তাদের দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন, এক কন্যা রাজ্যশ্রী। উজ্জয়িনীর রাজা শিলাদিত্যের সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের ভগ্নীর বিবাহ হয়। শিলাদিত্যের পুত্র ভণ্ডী থানেশ্বরের; রাজপ্রাসাদে দুই রাজপুত্রের সঙ্গে বড় হতে থাকে। জনৈক মালবরাজের পুত্রদ্বয় কুমারগুপ্ত ও মালবগুপ্ত কুমারদ্বয়ের সঙ্গে পালিত হতে থাকেন। রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয় মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে। গ্রহবর্মার রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ বা কনৌজ।

পঞ্চম উচ্ছ্বাসের বিষয় এইরকম—রাজ্যবর্ধন হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। হর্ষও তার পিছনে গেলেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদে তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হল। যশোমতী সহমৃতা হলেন।

রাজ্যবর্ধন পিতার মৃত্যুতে-শোকে হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তিনি সংসার-ত্যাগ করতে চাইলেন। এই সময় দূত এসে চরম দুঃসংবাদ জানাল। জনৈক মালবরাজ গ্রহবর্মাকে হত্যা করেছে ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেছেন। রাজ্যবর্ধন এর প্রতিকারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। সেনাপতি ভণ্ডী তার অনুসরণ করলেন। হর্ষ তার সঙ্গে যেতে চাইলে রাজ্যবর্ধন তাকে রাজ্যরক্ষা করতে বললেন। আবার দূত নিয়ে এল দুঃসংবাদ। গৌড়রাজের-চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে পরাস্ত করেও নিহত হয়েছেন। হর্ষ গৌড়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে এই ঘটনা বর্ণিত।

সপ্তম উচ্ছ্বাসের ঘটনাবলী এরকম—হর্ষ শিবের উপাসনা করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। প্রাগজ্যোতিষপুরে পৌঁছে সেখানকার রাজকুমার ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। সেখান থেকে কান্যকুব্জ যাওয়ার পথে ভণ্ডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ভণ্ডী তাকে জানাল রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে বেরিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের দিকে গিয়েছেন। হর্ষ সেনাপতি ভণ্ডীকে গৌড় অভিযানের নির্দেশ দিয়ে নিজে রাজ্যশ্রীর সন্ধানে যাত্রা করলেন।

শেষ উচ্ছ্বাসে দেখি হর্ষ বিন্ধ্য অঞ্চলে ঘুরতে লাগলেন। ভিলপ্রধান শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে হর্ষের পরিচয় হল। তিনি নির্ঘাত নামে এক ভিল যুবককে হর্ষের সঙ্গে দিলেন। তার কাছে হর্ষ দিবাকরমিত্র নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণের কথা শুনলেন। হর্ষ দিবাকরমিত্রের

Scanned by CamScanner

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে যখন রাজ্যশ্রীর ঘটনা বলছেন তখন তার এক শিষ্য জানাল উচ্চবংশের এক নারী অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত। সেই নারীই রাজ্যশ্রী। হর্ষ-ভগ্নীকে উদ্ধার করলেন। রাজ্যশ্রী ভিক্ষুণী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হর্ষ গৌড়রাজকে হত্যা না করা পর্যন্ত ভগ্নীকে তার সঙ্গে থাকতে পরামর্শ দিলেন। প্রতিজ্ঞা পালনের পর তিনি স্বয়ং গৈরিক বসন ধারণের সঙ্কল্প নিলেন। দিবাকরমিত্রের আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে হর্ষ শিবির অভিমুখে ফিরে এলেন। হর্ষচরিতের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

হর্ষচরিতের বিশিষ্টতা :

হর্ষচরিত হর্ষবর্ধনের জীবনের ইতিহাস নয়। হর্ষের জীবনের অল্প-কিছু ঘটনা এখানে বর্ণিত। ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে কবির মন ছিল না। হর্ষের জন্মমাস ও তারিখ উল্লেখ করলেও তার কোন্ সালে জন্ম তা বাণ উল্লেখ করেন নি। গ্রহবর্মার হত্যাকারীকে 'জনৈক মালবরাজ' এবং রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারীকে 'জনৈক গৌড়রাজ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ প্রদত্ত বিবরণে হর্ষের জীবনের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাণের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে নয়, হর্ষের পরিবার-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কনে। হর্ষচরিত থেকে তদানীন্তন লোকাচার, লোকবিশ্বাস-সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তখনকার গ্রামজীবন ও নগরজীবনের নিখুঁত চিত্র কবি এঁকেছেন। শ্রীকণ্ঠদেশ ও তার অন্তর্গত থানেশ্বরের মানুষদের সুখী-জীবনের ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। সেনাদলের অভিযান, সৈন্যশিবির বর্ণনা, হর্ষের অভিযান, অমাত্যদের দ্বারা অভ্যর্থনা প্রভৃতি বর্ণনায় সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা ও যুদ্ধবিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। যশোমতীর গর্ভিনী অবস্থা, সন্তানের জন্মদান প্রভৃতি বর্ণনায় তখনকার নানা আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় মেলে। P. V. Kane যথার্থই বলেছেন—"The Harshacharita is of prime importance to the historian of ancient India. It contains a mass of information on the state of ancient Indian society on social and religious observances and practices, on military organisation, on the actualities of life in camp and city on the progress of medicine and the various arts and industries".

বাণভট্ট তার হর্ষচরিতে অপূর্ব নিসর্গচিত্র অঙ্কন করেছে। এর নিদর্শন আমরা এখানে দিতে পারি। মহারাজ হর্ষ যখন রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান করে ফিরছেন সেই সময়ের এক প্রভাতের বর্ণনা এরকম—

"উন্মুচ্যমানায়া এব যস্যাঃ প্রভালেপিনি লব্ধাবকাশে বিশদমহসি মহীয়সি বিসর্পতি রশ্মিমণ্ডলে যুগপদ্-ধবলায়মানেষু দিঙ্মুখেষু মুকুলিতলোচনাবধূৎকণ্ঠিতৈরামূলাদ্বিকশিতমিব তরুভিঃ, অভিনব-মৃণাললুব্ধৈর্ধাবিতমিবধুতপক্ষপুটপটলধবলিতগগনং বনসরসীহংসযূথৈঃ, স্ফুটিতমিবভরবশবিশীর্যমাণধূলিধবলৈর্গর্ভভেদসূচিতসঞ্চয়শ্রুচিভঃ কেতকীবাটৈঃ, ..."

কাদম্বরী পরিচয় :

উৎস—গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র সংস্করণ সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগরে'র ৫৯ তরঙ্গে বর্ণিত রাজা সুমনসেনের কাহিনী অবলম্বনে কাদম্বরী কাহিনী রচিত। কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত দুই জন্মের প্রণয়কাহিনীকে তিন জন্মের কাহিনীতে নাট্যকার রূপান্তরিত করেছেন। উভয় কাহিনীতেই নায়কগণ মৃত্যুর পর নতুন জন্মে প্রাক্তন নায়িকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

Scanned by CamScanner

কাদম্বরীর বিশিষ্টতা :

বাণভট্টের কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গদ্যকাব্য। এই-গ্রন্থ নানা দিক দিয়ে বিশিষ্ট।

প্রথমত, কাদম্বরীতে কবি বাণ বিচিত্র চিত্রশালা নির্মাণ করেছেন। আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথ বাণের কাব্যের প্রশংসা করে বলেছেন—"সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, একথা আমরা সাহস করে বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা।" রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন যথার্থ। বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের প্রধান গুণ এর চিত্রধর্মিতা। বিদিশা, উজ্জয়িনী, হেমকূট, অচ্ছোদসরোবর প্রভৃতির বর্ণনা যে কোনো পাঠককে মুগ্ধ করে। এছাড়াও আছে প্রেম-তপস্বিনী মহাশ্বেতা ও বিরহবেদনাবিদীর্ণা কাদম্বরীর বর্ণনা। বাণ দক্ষ কারিগরের মতই তার কাব্যে বর্ণবহুল বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করেছেন। এছাড়া প্রকৃতির সুন্দর ও ভয়ঙ্কর দুই রূপ অঙ্কনেই কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, চরিত্রনির্মাণে কবি বাণভট্ট সফল হয়েছেন। পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রাপীড় ললিত নায়করূপে, বৈশম্পায়ন কামুক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে, কপিঞ্জল সত্যকার বন্ধুরূপে অঙ্কিত। এই রচনায় বিশেষত নারীচরিত্রগুলি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আলোকে ভাস্বর। মহাশ্বেতা তপস্যার প্রতিমূর্তিরূপে, পত্রলেখা বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হিসাবে, কাদম্বরী বিরহক্ষীণা রমণীরূপে সংস্কৃত সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

Scanned by CamScanner

তৃতীয়ত, কাদম্বরীর কাহিনী নির্মাণে কবি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের মধ্যে গল্প পরিবেশনের রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে বহু পুরোনো। বাণভট্ট এই রীতি গ্রহণ করে তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কাদম্বরীর প্রধান কাহিনী দুটি—পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা ও চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর কাহিনী। এই দুই কাহিনীর পাশাপাশি এসেছে নানা উপকাহিনী। কাহিনী বয়নে লেখকের যথেষ্ট দক্ষতা আছে।

চতুর্থত, সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র কোনো কোনো কাহিনীতে উপন্যাস লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে সব থেকে ব্রেশ উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত রচনা হল বাণভট্টের কাদম্বরী। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

> "সংস্কৃত সাহিত্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে, তাহাদের মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

পঞ্চমত, বাণের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা তার কাব্য রচনার-সহায়ক হয়েছিল। বাণ প্রথম জীবনে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। এদিক দিয়ে অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র ও বাণভট্টের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনেই প্রথম জীবনে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। শেষে আবার তারা ঘরে ফেরেন। যে অভিজ্ঞতায় তারা পুষ্ট হয়েছিলেন তা তাদের কাব্য-রচনায় সাহায্য করেছিল। বাণভট্টের কাব্যে মন্ত্রী শুকনাসের উপদেশের মধ্যে সমস্ত রাজপুরুষদের বিষয়ে যে মূল্যবান মতামত আছে তা বাস্তব-জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন এই কবির অভিজ্ঞতার ফসল।

ষষ্ঠত, উৎকৃষ্ট বাক্‌শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কাদম্বরী কাব্য উল্লেখযোগ্য। কাদম্বরীর মধ্যে গৌড়ীয় রীতির আড়ম্বর-প্রিয়তা ও বৈদর্ভী রীতির মাধুর্য ও প্রসাদ-গুণ দুইই আছে। কবির রচনায় এসেছে বাগাড়ম্বর। বর্ণনার জাঁকযমক তো আছেই। এই কাব্যের রূপকল্পনা বা ত্রিলোকবিস্তারী সৌন্দর্যভাবনার প্রশংসা করতেই হয়। কবির বাণী এখানে সিদ্ধির-স্তরে উত্তীর্ণ। Dr. Sushil Kr. De বলেছেন "...it should not be forgotten that richness of vocabulary, wealth of description, frequency of rhetorical ornaments, length of compounds and elaborateness of sentences, a grandiose pitch of sound and sense are common features of the 'Prose kavya'."

বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের রচনাশৈলীর নিদর্শন হিসাবে আমরা এই কাব্যের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করতে পারি। অরণ্যভূমিতে নেমে এসেছে প্রভাত। শুক বলছে—

"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগ-লোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণত-রক্তকুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশাচক্রবালে, গজরুধিররক্ত-হরিসটালোহিনীভিঃ প্রতপ্তলাক্ষিকতনু-পাটলাভি রায়ামিনীভিঃ অশিশির-কিরণদীধিতিভিঃ পদ্মরাগশলাকা-সম্মার্জনীভিরিবসমুৎসার্যমাণে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে, সমধ্যামুপসিতুমুত্তরাশাবলম্বিনি মানস-সরস্তীরমিবাবতরতি সপ্তর্ষিমণ্ডলে ..."

অর্থাৎ, একদিন আকাশে লেগেছে ভোরের রঙ। মন্দাকিনীর পুলিন থেকে পশ্চিমসমুদ্রে চলে বৃদ্ধ হংসের মতো মধুতে লাল হয়ে যাওয়া তার ডানা দুটি গুটিয়ে ধীরে-ধীরে নামছে। কু

Scanned by CamScanner

রঙ্কু হরিণের রোমের মতো পাণ্ডুর দিক্‌চক্রবাল ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে। হাতির রক্তে রাঙা সিংহের কেশরের মতো টকটকে, গরম লাক্ষার সুতোর মতো লাল, সূর্যের লম্বা-লম্বা কিরণগুলি চুণির শলা দিয়ে তৈরি ঝাঁটার মতো একটি-একটি করে ঝাঁট দিয়ে আকাশের মেঝে থেকে তারাফুলগুলি ফেলে দিচ্ছে। উত্তরে মানস সরোবরে সন্ধ্যা করতে নামছেন বুঝি সপ্তর্ষি।"

ভাস সংস্কৃত সাহিত্যে সংলাপ রচনায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে গণ্য। ভাসের সংক্ষিপ্ত সংলাপগুলি মনোগ্রাহী। বাণভট্ট বেশ কিছু স্থানে সংক্ষিপ্ত সংলাপ রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার কাব্যে একদিকে ওজোগুণের ঐশ্বর্য অন্যদিকে সরল বাক্‌নির্মিতি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কপিঞ্জলের বিলাপ থেকে কিছু অংশ তুলে ধারা যায়—

"সখে প্রতিপালয়ম মাম; অহমপিভবন্তমনুযাস্যমি। ... কথয় ত্বদৃতে ক্ক গচ্ছামি? কং যাচে? কং শরণমুপৈমি? অন্ধোঽস্মি সংবৃত্তেঃ। শূন্যা মে দিশো জাতাঃ। নিরর্থকং জীবিতম্; অপ্রয়োজনং তপঃ; নিঃসুখাশ্চ লোকাঃ। কেন সহ পরিভ্রমামি? কমালপামি? উত্তিষ্ঠ দেহি প্রতিবচনম্। ক্ক তন্মোমপরি সুহৃৎপ্রেম? ক্ক সা স্মিতপূর্বাভিভাষিতা চ?"

Scanned by CamScanner